



রমজানের পড়াশুনা

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজ

পবিত্র মাস রমজান থেকে সর্বাধিক পুরস্কার পাওয়ার জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার অন্যতম সেরা উপায় হ'ল রমজান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সংশোধন করা।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই সিরিজটি আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা



রমজানের পড়াশুনা পর্ব-১

'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজ

ভাবানুবাদ- ফাতেম বিনতে আযাদ
সম্পদনা- মাসুদ আলী

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন,
কিন্তু আপনার সময় নেই?

তাহলে 'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজটি আপনার জন্য!

*'রমজানের পড়াশুনা পর্ব-১' সংকলনটি রমজানের উপর রচনার ৭টি
লেখার সংগ্রহ। এতে রয়েছে রমজানের শিক্ষার উপর সংক্ষিপ্ত
আলোকপাত এবং এই পবিত্র মাসের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিভিন্ন
টিপস।*

*'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখকের
লেখার সংকলন!*

প্রতিটি লেখা পড়তে ৫ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না!

এই সংগ্রহটি আপনার মতো ব্যস্ত ব্যক্তির জন্য।

আসুন, রমজানের পড়াশুনা উপভোগ করুন!



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“তোমরা যারা বিশ্বাস করেছো! তোমাদের জন্য
রোজা ফরজ করা হোল, ঠিক যেমনি করে
তোমাদের পূর্ববর্তীগনের উপর রোজা ফরজ
করা হয়েছিলো, যেন তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে
স্বজ্ঞান বিকশিত হয়।”

- আল বাকারাহঃ আয়াত ১৮৩

-রোজা কি?

-রমজান মাসের মুসলমানদের রোজা অন্যান্য ধর্মের রোজা থেকে আলাদা
কিভাবে?

-একজন মানুষ কেন তার শরীরকে এভাবে “অত্যাচার” করবে?

-শেষ পর্যন্ত উপবাস থেকে আসলে কী লাভ?

এ ধরনের কিছু কিছু প্রশ্ন যা আমাদের নন-মুসলিম বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মীরা প্রায়ই
আমাদের জিজ্ঞেস করে থাকে।

ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকটির উপর উৎসাহিত হয়েই সাধারণত নন-মুসলিমরা
প্রশ্নগুলো করেন। মুসলমানরা কেন স্বইচ্ছায় ক্ষুধা এবং পিপাসায় কষ্ট করে
একারণেও সমবেদনা এবং সহনভূতি থেকেও এমন প্রশ্নগুলো করা হয়।

এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে রোজার বিষয়ে এই একই রকম বিরূপ
ধারণা পোষণ করেন।

রোজা রাখার ৭ টি কারণ

একটা বিষয় জানিয়ে রাখা জরুরি যে “সওম” হচ্ছে রোজার আরবী নাম, আক্ষরিক অর্থে যার অর্থ হচ্ছে ‘বিশ্রামে থাকা’।

রমজান মাসের রোজা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ যে স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে “ইসলামি জীবন আচরণ” (আমল)। রমজান মাসে সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শারীরিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রোজা পালন করা অপরিহার্য।

১. রোজা হচ্ছে একটি বিধান যা মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখে।

রোজার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহ ভীরুতা, সমবেদনা, অন্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া, সবার সাথে সবকিছু ভাগাভাগি করার একটা আধ্যাত্মিক প্রফুল্লতা, মানবপ্রেম, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি সব উন্নত গুণাবলি বাড়িয়ে দেওয়া। পৃথিবীর প্রায় সবগুলো ধর্মে ‘উপবাস’ হচ্ছে একটি সর্বস্বীকৃত উপাসনা। ইসলামে রোজা কেবলমাত্র উপবাস বা আত্ম-অস্বীকার নয়, বরং ইসলামে রোজা হচ্ছে এক আল্লাহর উপাসনা ও আনুগত্য করা, কৃতজ্ঞ হতে শেখা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং আত্ম-পরীক্ষা দেওয়া।

২. রোজা আমাদের শিক্ষা দেয় ধৈর্য, নিঃস্বার্থতা এবং কৃতজ্ঞতা। রোজার মাধ্যমে আমরা অনুভব করি বঞ্চনা এবং ক্ষুধা। শিক্ষা নিয়ে থাকি কিভাবে খুব ধৈর্যের সাথে না-পাওয়া বিষয়গুলি সহ্য করে নিতে হয়। সামাজিক এবং মানবিক প্রেক্ষাপটে এই শক্তিশালী অভিজ্ঞতার অর্থ হচ্ছে বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত ও দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অন্যের চেয়ে অনেক দ্রুত ও কার্যকর ভূমিকা রাখবো।

৩. রোজা আমাদের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসার মূল উপাদান।

আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা থেকেই আমরা রোজা পালন করে থাকি। যে আল্লাহকে ভালবাসে, সত্যিকার অর্থে সে ব্যক্তি জানে ভালবাসা কি, কেন শুধুমাত্র আল্লাহর খাতিরে পৃথিবীর সবাইকে ভালবাসতে হবে এবং ন্যায্যবিচার করতে হবে।

৪. রোজা মানব আত্মাকে উদার করে থাকে এবং স্রষ্টার প্রতি আমাদের সচেতনতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

রোজা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে এত শক্তিশালী করে যে আমরা সব ধরনের নিচু চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার উপরে উঠতে শিখি। রোজার বিধান সবদিক দিয়েই মানব ইতিহাসে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সৃষ্টির শুরু থেকে, মানুষ লড়াই করে চলেছে নিজেদের শরীর, আবেগ ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে। ক্ষুধা হচ্ছে আমাদের এক কঠিন অভিজ্ঞতা যা আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করছি। তাই যখন একজন মানুষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজের শরীর ও মনের সকল প্রত্যাশা থেকে নিজেকে দূরে রাখে, বাস্তবে তখনই সে তার নিজের যুক্তিতর্ক, আত্মা, এবং শারিরিক আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে।

৫. রমজান আমাদেরকে বিদ্রান্তির বেড়াজল কেটে জীবনের সঠিক উদ্দেশ্যের দিকে আরও মনোযোগি করে তুলে।

রমজান মাসে অনেকেই বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও টিভি দেখা এড়িয়ে চলে। এ ধরনের কিছু অলস কাজকর্ম বাদ দিলে স্বাভাবিক ভাবে বেশি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য সময় এবং শক্তি বাড়ে আর তাই বেশি উৎপাদনশীল কাজে মনোযোগ দিতে পারা যায়। যেমন ধরুন- লেখাপড়া; ইসলামের গভীর জ্ঞান চর্চা; নফল এবাদাত; সামাজিক এবং মানবিক কার্যসমূহ; পরিবারের সাথে মানসম্মত সময় কাটানো এবং এছাড়াও রয়েছে আল্লাহর পছন্দের আরো অনেক উন্নতমানের কাজকর্ম। আমাদের জীবনে বারবার এসে রমজান মাস আমাদেরকে স্বরণ করিয়ে দেয়- আল্লাহর প্রতি আমাদের যে দ্বায়িত্ব, জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনের মহত্তম মূল্য।

৬. রমজান জীবন এবং মৃত্যুর বাস্তবতা উপলব্ধি করাতে শেখায়।

রোজা রাখা অবস্থায় আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে আমাদের জীবন কতটা নীর্ভরশীল সে সব কিছু উপরে যা আমরা সহজেই পাই, যেমন- আমাদের দৈনান্দিনের খাদ্য বা পানীয়।

রোজা সারাফন আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরাতো বাস্তবেই সর্বাঙ্গীয় আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রহমত এবং ইনসাফ নির্ভরশীল। উপরন্তু, রোজা আমাদের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথাও মনে করিয়ে দেয়, যেটা আমাদের ইহকালের জীবনের উপর এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর বিরাট বড় একটা প্রভাব ফেলে, আলহামদুলিল্লাহ্।

৭. রমজান মাস- কোরআনের মাস!

রমজান মাস হচ্ছে সেই বিশেষ মাস যে মাসে মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহ্ সর্বপ্রথম তাঁর চূড়ান্ত বার্তা এবং পথনির্দেশনা পাঠিছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সালাম এর কাছে। আল্লাহ্‌র পাঠানো সেই বার্তাগুলো খুব সতর্কতা এবং যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হয় মোখিকভাবে মুখস্ত করিয়ে এবং বই আকারে লিখে, যাকে বলা হয় কোরআন (পড়া/ তিলওয়াতের জন্য)। তাই মুসলমানরা বিশেষ করে এই রমজান মাসে খুব গভীরভাবে কোরআন অধ্যয়ন করে এবং কোরআনের মান ও নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের জীবনের আত্ম-বিশ্লেষণ করে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, রোজার বিধানের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের আত্মিক ও নৈতিক আচরণের অনুশীলন, এবং দূর্ভাগ্যবান মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা। সেই সাথে বৃহত্তর সমাজ জীবনে রোজার এটি একটি বহুমুখী কার্যকরীতাও রয়েছে। রমজানের রোজা সামাজিক; অর্থনৈতিক; বৌদ্ধিক ও মানবিক; আধ্যাত্মিক ও শারীরিক; ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের একটি বড় হাতিয়ার।

সূত্র: [“The fasting of Ramadan: A Time for Thought, Action and Change!”- Taha Ghayyur](#)

[& Taha Ghaznavi](#)

ভাবানুবাদঃ ফাতেম বিনতে আযাদ

কোরআনের মাস- রমজান



شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

“তখন ছিলো রমজান মাস, যে মাসে কোরআন নাযিল হয়েছিলোঃ মানুষের জন্য একটি পথপ্রদর্শন হিসেবে এবং সকলের জন্য একটি পরিষ্কার দিকনির্দেশনা এবং ভালো কে মন্দ থেকে পার্থক্য করার একটি মাপকাঠি হিসেবে। “

সূরা বাকারাহ / আয়াত ১৮৫ (অংশিক)

রোজা আমাদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এইজন্য যে আমরা রমজান মাসে রোজা রেখে থাকি, ঠিক যে মাসটাতেই কোরআন নাযিল হয়েছিলো। রোজা উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে রোজার মাস অর্থাৎ রমজান মাসেই কোরআন প্রথম নাযিল হয়, অথবা কোরআনের অধিকাংশই রমজানে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য যেহেতু মুসলিম উম্মাহর জন্য কুরআনই সুনির্দিষ্ট এবং কালজয়ী একটি কিতাব, কোরআন দিকনির্দেশনার আলো এবং অস্তিত্বের কারণ, শক্তি এবং সুরক্ষার উৎস, যে উৎস থেকে সব স্থায়ী গুণাবলী টানা হয়েছে এবং যে অংশগুলো কোরআনকে দূর্দান্ত করে তুলেছিলো। কোরআন মুসলিম উম্মাহকে যে উপহার দিয়েছেন অর্থাৎ রমজান মাসের রোজা, সেটা ব্যতীত কোরআন নাযিলের বিষয়টা অনেক আগেই ভুলে যাওয়া একটি ইতিহাস হয়ে উঠতো। কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদজ্ঞাপনের চিহ্ন হিসাবে মোসলমানরা রোজা পালন করে রমজান মাসে যে মাসের মধ্যেই কোরআন নাযিল হয়েছিলো।

সূত্রঃ "In the Shade of the Quran" - Sayyid Qutb, Vol. 1, p. 189/ ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ

তাকওয়ার মাস- রমজান



شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

রমজান হচ্ছে একটি মাস ,যে মাসে কোরআন নাযিল হয়েছিল মানুষের
জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে, হেদায়াতের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, ভালো
এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড হিসেবে।

সূরা আল-বাকারা / আয়াত ১৮৫ (আংশিক)

বরকতময় রমজান মাসকে আল্লাহ রোজার জন্য মনোনীত করেছেন, এবং এই আয়াতের
মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, এ হচ্ছে সেই মাস যে মাসে কোরআন নাযিল হয়েছে
মানুষের পথনির্দেশনার জন্য। এটা শুধুমাত্র সোজা রাস্তা দেখায় না এবং মানুষের বিধান
পরিচালনা করে না বরং কোরআনে রয়েছে সুস্পষ্ট, শক্তিশালী এবং চূড়ান্ত যুক্তিতর্ক যা সত্যকে

মিথ্যা থেকে আলাদা করে ফেলে- সেসব যুক্তিতর্ক এবং প্রমাণ অবশ্যই সর্বকালের এবং সর্বসময়ের জন্য অকাট্য এবং চিরসত্য।

কোরআন শুধুমাত্র কি করতে হবে আর কি বাদ দিতে হবে সে সব নির্দেশনার সংকলন নয়- কোরআন হচ্ছে অনিশেষ জ্ঞান এবং সত্যের ভান্ডার। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের হেদায়েতের জন্য এই কোরআনই যথেষ্ট। আমাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এই বিশেষ কল্যান অবশ্যই বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য। আর তাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাসটিকেই রোজার মাস হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এই মাসে আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি কোরআনের জন্য, আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করি, খেয়ালখুশি এবং আমাদের আকর্ষণীয় সব চাওয়া পাওয়া দমিয়ে রাখি, এবং তাঁর নিকটবর্তী হতে চাই।

এই মাসে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে, কথা এবং কাজে আমরা ঘোষণা করি যে আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে আমাদের পালনকর্তার হুকুম এবং হুকুম বাস্তবায়নের থেকে বড় অথবা গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কিছুই নাই, আর আল্লাহর এই হুকুম বাস্তবায়নই হচ্ছে আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা।

আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো যে আল্লাহর তরফ থেকে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হচ্ছে মানুষের জন্য তৈরী আল্লাহর একক বিধান। কিন্তু কোরআন আমাদের জন্য এই বিধানের থেকেও বড় উপহার, কারণ আমরা শুধুমাত্র কোরআনের মাধ্যমেই সঠিক বিধান পেতে পারি। **কোরআনের এই আলো ছাড়া, মানুষের সকল বিধান সমস্ত বৈজ্ঞানিক গ্যাজেট, দূরবীন এবং মাইক্রোস্কোপ থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারে ডুবে যেত।**

রমজান মাসে মানবজাতি যেহেতু এই বিশেষ অনুগ্রহ এবং নেয়ামত লাভ করেছিলো, সেহেতু মানুষের জন্য এই মাসই যথাযথ এবং উপযুক্ত মাস যে মাসকে বিশেষ মাস হিসেবে গন্য করে উদযাপন করবে, আল্লাহকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবে এবং অন্যান্য সব সময়গুলোতে তাঁর মহত্ত্ব এবং সৌন্দর্যের প্রশংসা করবে।

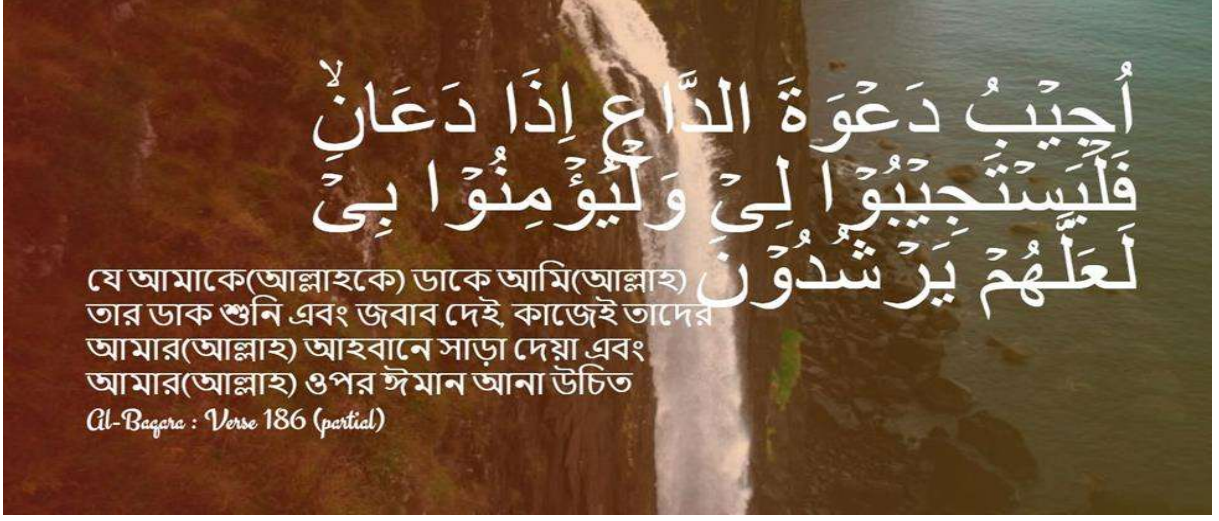
আল্লাহর শুকরিয়া এবং মহত্ব বর্ণনার জন্য, ধার্মিকতা অথবা আল্লাহকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে রোজা মানুষের জন্য বাধ্যবাধকতা করেছেন যেন মানুষ তার মধ্যে আল্লাহভীতি লালন করতে পারে- কারন রোজার উপরে নির্ভর করে সম্পূর্ণ দ্বীন এবং শরীয়তের কাঠামো। কোরআন এই তাকওয়াকে উপকৃত হবার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছে। যে মানুষগুলো সত্যিকারের তাকওয়া থেকে উপকৃত হচ্ছে তারা আসলেই আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার গুণ দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে। রোজা হচ্ছে একটি বিশেষ উপাসনা যা তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহভীতির চেতনাকে যেটা অনুপ্রেরণা যোগায়, প্রসারিত করায় এবং সঞ্চারিত করায়।

কোরআন হচ্ছে আশা এবং আলোর বার্তা এবং রমজান মাস হচ্ছে একটি ঋতু বা মৌসুম, যে মৌসুমে তাকওয়ার বৃহৎ ফসল, আল্লাহর প্রতি সচেতনতা এবং ভক্তির ফসল আমরা ঘরে উঠাই, উপভোগ করি, এই চমৎকার ফসল দ্বারা উপকৃত হই এবং উদযাপন করি।

সূত্রঃ *"Pondering Over The Qur'an: Surah al-Fatiha and Surah al-Baqarah"* - Amin Ahsan Islahi / ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ



আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাস- রমজান !



وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।

সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ১৮৬ (আংশিক)

আল্লাহর নৈকট্য ব্যক্তির হৃদয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি উদাসীন এবং অমনোযোগী সে তো স্বাভাবিক ভাবে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে রয়েছে।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয় এবং যার অন্তর আল্লাহর স্মরণে সদা জাগ্রত; আল্লাহর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ; বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার সময় ধৈর্যশীল এবং অবিচল থাকে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সহায়তার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করে,

আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তির অতি নিকটে, তার শিরা থেকেও নিকটবর্তী।

যে আমাকে(আল্লাহকে) ডাকে আমি(আল্লাহ) তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই।

যখনই কোন বান্দা তার প্রতিপালকের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন এবং তার প্রার্থনা কবুল করেন। এটি অসম্ভব যে কোনও বান্দা তার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করেছে এবং এরপরেও মহান আল্লাহ তার কোন উত্তর দিচ্ছেন না। দোয়া কবুলের একমাত্র শর্ত হল আন্তরিকতা ও নম্রতার সাথে আল্লাহর কাছে আকুতি মিনতি করা।

কোন বান্দা যদি তার প্রতিপালকের কাছে সঠিক জিনিষের জন্য যথাযথ ও বিনীতভাবে প্রার্থনা করে তবে তার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।

যদি তাৎক্ষণিকভাবে সে দোয়া কবুল না হয়, তবে বুঝতে হবে 'দোয়া কবুল হওয়া' ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত আছে। এমনকি বান্দা যা চেয়েছিল তার চেয়ে অনেক ভাল জিনিষ আল্লাহ তাকে দিতে পারেন।

তাদের আমার(আল্লাহর) আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার(আল্লাহর) ওপর ঈমান আনা উচিত।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী হন, তাদের আহ্বান ও প্রার্থনা শোনে ও সাড়া দেন, এই প্রেক্ষাপটে অবশ্যই বান্দাদেরও আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত এবং তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত।

আল্লাহর কাছ থেকে মুখ ফিরে নেওয়া কিংবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে অনুসরণ করার সামান্যতম যুক্তি থাকা উচিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে এটি নিজের প্রতি চূড়ান্ত এক অন্যায়ের কাজ যে আল্লাহর কোন আদেশকে আপত্তি ও সন্দেহের সাথে দেখে একটি বিচ্যুতির পথ অবলম্বন করা।

বিশেষত যখন আমাদের প্রতিপালক পরম করুণাময় আল্লাহ শরিয়তের সমস্ত অদেখা বা অস্পষ্ট দিক ব্যাখ্যা ও সমাধান করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

ভাবানুবাদঃ মাসুদ আলী Compiled From: "Pondering Over The Qur'an: Surah al-Fatiha and Surah al-Baqarah" - Amin Ahsan Islahi

রমজানের প্রস্তুতি- বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা।



কখনো খেয়াল করেছেন রমজান মাস কত জলদি চলে যায়?
এমন কি আমাদের স্মৃতির পাতায় এই পবিত্র মাসটি ঝাপসা
করেও রেখে দেয়া যায় না। তাই বছরের অন্যান্য সময়ের থেকে
বেশি সময় আমাদেরকে বের করে নিতে হবে রমজান মাসে
দৈনন্দিন অন্যান্য কাজের ভিতর দিয়েই।

রমজান মাস আরো ফলপ্রসূ করতে আমাদের উচিৎ হবে রমজান
আসার আগেই রমজানকে ঘিরে একটা ছক একে ফেলা।

এইখানে পাঁচটি কারণ দেয়া হলো যে কারনে আমাদেরকে রমজানের জন্য
বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন।

১. রমজানকে এক বিশেষ মাস হিসেবে গন্য করা।

আপনি যদি পরিকল্পনা করে রাখেন, তাহলে মানসিকভাবে রমজানের জন্য তৈরী হতে পারছেন,
এবং এ ধরনের পরিকল্পনা আপনাকে বাধ্য করবে এই মাসটিকে বিশেষ মাস হিসেবে গন্য
করতে। শিখাবে রমজানের প্রতিটি দিন আপনার বছরের অন্যান্য ছক কাটা দিনগুলির থেকে
খানিকটা অন্যান্যরকম।

২. আপনার দৈনান্দিন রুটিন রমজানের এবাদতগুলোর সাথে সমন্বয় করা।

আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখার মাধ্যমে আপনি আপনার কাজগুলোকে সেহরী ইফতারের সময়-সূচী অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে পারেন খুব সহজে ইনশাআল্লাহ। যেমনঃ ঘুম, চাকুরী, খাওয়া দাওয়া বা ঘরের কাজ ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে আপনার যদি রাত জেগে লেখাপড়া আভ্যাস থাকে তাহলে সেখানে তার পরিবর্তে রাতে জলদি ঘুমিয়ে উঠে সেহরি এবং ফজরের নামাজ শেষ করার পরিকল্পনা করুন।

৩. পরিবারের সকলের জন্য আরো বেশি করে সময় বের করা।

প্রায় এক মাস হাতে রেখে একটি পারিবারিক বৈঠক করুন। রোজার গুরত্ব এবং তাৎপর্য; একত্রে ইফতারি করার প্রয়োজনীয়তা; সম্ভব হলে পরিবারের সকলে একত্রিত হয়ে তারা বি সলাত আদায় করা এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। পরিবারের সদস্যদের সকলের কাজ ও সময়সূচী তারা বি ইফতার এবং সেহরীকে সামনে রেখে সাজিয়ে নিন।

ফল সরূপ রমজান শুধুমাত্র পরিবারের বয়স্ক সদস্যের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে তা নয়, বরং, পূরা পরিবার মিলেমিশে রমজানের ছায়াতলে যাবতীয় কল্যাণ ভোগ করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

৪. রমজানের বিশেষ সওয়াবের সময়গুলোর সংব্যবহার করা।

রমজান মাসে বিশেষ কিছু সময় ও দিনে বিশেষ কিছু এবাদতের গুরত্ব রয়েছে। এমনি সব বিশেষ সময়ের সাথে কাঙ্ক্ষিত এবাদাতের মিলন ঘটাতে পারলে আমরা পুরুষ্কৃত হবো ইল্লা-মাশাআল্লাহ। আসুন ইন্তেকাফের জন্য প্রস্তুতি নেই, রমজানের শেষ দশ দিনে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বাড়িয়ে দেই এবং রমজান মাসে সামর্থ অনুযায়ী সদাকাহ বাড়িয়ে দেওয়ার নিয়ত করি, ইনশাআল্লাহ।

যে সকল আত্মীয়দের সাথে মাসে বা বছরেও একবার দেখা বা কথা বলা হয়ে উঠছে না, তাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

৫. রমজানে আমরা দাওয়াতি কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

আজকাল প্রায় মসজিদ ও মহল্লায়ে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা উচিত। ইফতার পার্টিগুলোকে আমরা অনায়াসে ইসলাম সম্পর্কিত দাওয়াত দিতে পারি।

রমজান মাসে স্কুলে দাওয়াতী কার্যক্রম মাথায় রেখে আগেভাগে একটা আবেদন তৈরী করে স্কুলের প্রধান শিক্ষিক/শিক্ষিকা সহ অন্যান্য শিক্ষিক/শিক্ষিকা-দের সাথে একটা মিটিং করে ফেলা যেতে পারে।

সূত্রঃ *"Nine reasons why we must plan for Ramadan"* - SoundVision.com

ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ

রমজানের চেকলিষ্ট



রমজানে আমাদেরকে দিন ও রাত্রিতে অনেক কাজ করতে হয়। এসব কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করা ও তা থেকে প্রত্যাশিত ফল পেতে হলে একটি সহজ চেকলিষ্ট থাকা উচিত।

- **আল্লাহর সর্বাধিক অনুগ্রহ পেতে একটি দৃঢ় সংকল্প করুন।**
বেশি করে নফল অর্থাৎ ফরজ বা সুন্নতের পরে অতিরিক্ত নামাজ আদাই করুন, সব দুয়াগুলো মনে মনে পড়তে থাকুন, এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্বরন রাখুন।
- **প্রত্যেক নামাজের পরে একটু কোরআন তিলওয়াত করার চেষ্টা করুন।**
প্রত্যেক নামাজের পর যদি আপনি ৩ থেকে ৪ পৃষ্ঠা কোরআন তিলওয়াত করেন তাহলে আপনি ইনশাআল্লাহ রমজান মাসের মধ্যেই পুরাটা কোরআন পড়ে শেষ করতে পারবেন খুব সহজেই! প্রতি সকালে কোরআনের তাফসীর (ব্যখ্যা) পড়ুন।
- **একজন মানুষ দাওয়াত করুন সপ্তাহে অন্তত একদিন।**
এমন একজন মানুষকে ইফতারিতে দাওয়াত করুন যার সাথে আপনার অতটা জানাশোনা সম্পর্ক নাই। আপনি লক্ষ্য করবেন ইফতারিতে এমন লোককে দাওয়াতের ফলে আপনার মধ্যে আর তার মধ্যে আল্লাহর দেওয়া রহমতপ্রাপ্ত একটি সম্পর্ক তৈরী হবে।

- **আপনার পরিবারে জীবন ফিরিয়ে আনুন!**
প্রতিদিন ইফতারের আগে বাসায় ফিরুন অর্থাৎ রোজার শেষভাগটা আপনি আপনার পরিবারের সাথে কাটানোর চেষ্টা করুন এবং সময়টা যেন হয় মানসম্পন্ন সময় যেখানে আপনারা একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করবেন।
- **ঈদে অন্তত পাচজনকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করুন।**
আপনি যদি দুইটা উপহার আপনার পরিবারের সদস্যদের জন্য, তাহলে আরও দু'টি উপহার কিনুন – একটি আপনার কোন ভালো বন্ধুর জন্য, এবং একটি হচ্ছে এমন একজনের জন্য যাকে আপনি আল্লাহর খাতিরে ভালবাসেন।
- **নিজের ইসলামিক জ্ঞান এবং চর্চা বাড়াতে একটি ইসলামিক গ্রুপ গড়ে তুলুন যেখানে ইসলাম নিয়ে চর্চা হবে।**
রমজানের এই তিরিশ দিনের মধ্যে অন্তত একটি রসূলের (সাঃ) জীবনী বই পড়ে শেষ করার একটি পরিকল্পনা করুন।
- **বেশী বেশী দান করুন।**
মসজিদ অথবা কোন ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে প্রান খুলে দান করুন এবং সে সব মানুষদের প্রয়োজন মিটান যাদের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু সামর্থ্য নাই। “এই মাসটাই হচ্ছে ভাগাভাগি করে নেয়ার মাস”!
- **রমজান মাস এবং এই মাসের যে শিক্ষা তথা ভালবাসা এবং ধৈর্য আপনার প্রতিবেশির সাথে ভাগাভাগি করে নিন।**
শিখুন কিভাবে <http://www.soundvision.com/info/ramadan/>
- **একটি প্রকল্প হাতে নিন যেখানে প্রচার করা হবে অথবা আবার ফের শুরু করা হবে অন্তত একটি সামাজিক শিষ্টাচার যেটা আমরা মুসলিম অথবা নন-মুসলিমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি।**
যেমন- বর্নবাদ, এইডস , ড্রাগ, ক্যান্সার, ধূমপান ইত্যাদি নিয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারেন।
- **মুসলিম এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ে মध्ये ‘ভুলে যাওয়া’ সামাজিক কাজ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি প্রকল্পের সূচনা করুন।**
যেমন- বর্নবাদ, এইডস, ড্রাগস, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই, ধূমপান... ইত্যাদি
- **আপনি কি জানেন, আমরা মুসলমানরা পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ২০% কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব সম্পদের ৮০% ব্যবহার করে !**

স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন ফুড ব্যাংক অথবা দারিদ্রবিমোচন এর কোন সংস্থার সাথে রোজা পালন অবস্থায়।

- সন্ধান করুন সেই দুর্লভ এবং হেলায়ফেলায় হারিয়ে ফেলা সেই পুরুষ্কার যেটা ১০০০ মাস থেকেও উত্তম'- লায়লাতুল-কদর
- নীরবে গোপনে আল্লাহর দরবারে হাত তুলুন এবং কাঁদুন আপনার গোনাহগুলির জন্য।
এটা হচ্ছে ক্ষমা করে দেওয়ার মাস এবং আল্লাহর রহমতের মাস! আল্লাহর দরজায় কখনো কারো উপস্থিতিই দেরি হয় না।
- নিজের জবানকে পরিশুদ্ধ করতে শিখুন এবং দৃষ্টি অবনত রাখুন।
রসুলের (সাঃ) দেওয়া সাবধানবানীগুলো মনে করুনঃ মিথ্যা বলা, গীবত করা, এবং কুদৃষ্টি এসবকিছু রোজার ক্ষতি করে থাকে ! মুখ দিয়ে বাজে কথা উচ্চারণ করা সারাটা জীবনের জন্য পরিত্যাগ করুন,
- যা কিছু ভালো, যা কিছু কল্যাণকর সেগুলো অন্যকে করতে উতসাহিত করুন, এবং খারাপ কিছুকে নিরুৎসাহিত করুন।
খুব দরদ নিয়ে এবং সহনশীলতার সাথে একজন দায়ীর (একজন যিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে) ভূমিকা পালন করুন।
- শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজকে আলিঙ্গন করুন আনন্দের সাথে এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সামনে উতসর্গ করুন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করে শেষের ১০ রোজা ইত্তেকাফে মননিবেশ করুন।

সূত্রঃ "Ramadan: A Time for Revival or Survival?" - Young Muslims Publication *ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ* / [[Download and distribute](#)]



রমজানে পারিবারিক সময়

আসছে পবিত্র রমজান নিয়ে একজন মুসলিম মা সম্প্রতি একটি আলোচনা করছিলেন “রমজান মানেই পরিবারকে সময় দেওয়া” এই বিষয়ের উপর। তিনি বর্ণনা করছিলেন কিভাবে তার ব্যাস্ত পরিবার সারা বছর ধরে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, স্কুল এবং বহুমুখী কাজকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু রমজান মাস এলেই অন্ততপক্ষে ইফতারির জন্য পরিবারের সকলে সব ছেড়ে একত্রিত হয়ে যায়।

কিছু পরিবারের জন্য এটা সম্ভব হলেও সবার জন্য নয়। অনেকের জন্য সময় মেলানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।সেক্ষেত্রে চাকরির সময়সীমা নতুন করে সাজানো যায়, বাসায় পড়াশুনার সময়সীমাও আগানো পিছানো যায়, এবং অন্যান্য কাজকর্ম একটু পিছিয়ে নেওয়া যায়।

যদি সেটাও সম্ভব না হয়, তারপরও আপনি সময় বের করতে পারবেন, সেটা যতই অসম্ভব দেখা যাক না কেন।

রমজান মাসে আপনি আপনার পরিবার নিয়ে যদি শুধু বিশ মিনিট বা তারও কম সময় পরিবারের প্রতি মনোযোগ দেন তাহলে এটা শুধুমাত্র আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে আরো মজবুত করবে তাই-ই নয় বরং আপনাদের পারিবারিক ভিত্তিকেও আরো মজবুত করে তুলবে। এখানে সেরকম কিছু পরামর্শ দেওয়া হোলো যেটা চর্চা করলে আপনি রমজান মাসটা অন্তত আপনার পরিবারের সাথে কাটাতে পারবেন।

১। পরিবারে শোবার পূর্বে দশ মিনিটের সময়ঃ

দশ মিনিটের একটি সময়সূচী বেধে নিন। পরিবারের সকলে মিলে এক রুমে জড় হন ঘুমাতে যাবার দশ মিনিট আগে। পালা করে একেকজন একেকদিন একটি ছোট্ট ইসলামিক গল্প পড়ুন। অন্যান্য গল্পের বইয়ের মধ্যে সুন্দর কিছু গল্পের বই গল্পটি যদি খুব বড় হয় তাহলে দশ মিনিটে যতটুকু পড়া যায় ততটুকু পড়ে পরেরদিনের জন্য বাকিটা রেখে দিন। এভাবে করে পর্যায়ক্রমে একটু একটু করে এগিয়ে যান। আপনি নিজে, এবং সবাইকে এভাবে উৎসাহ দিন যেন গল্পটি পড়ার সময় যথাসম্ভব হাত পা নেড়েচেড়ে একটা নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্পটি পড়ে, এতে করে অন্যদের একটি আগ্রহ তৈরী হবে গল্পটির উপর।

২। অন্তত এক ওয়াক্ত নামাজ সবাই মিলে ঘরে আদাই করুনঃ

অধিকাংশ নামাজই আমরা বিশ মিনিটের মধ্যে পড়ে সারতে পারি বা বিশ মিনিটেরও কম সময়ে, এমনকি ১০ মিনিট অথবা ১০ মিনিটেরও কম সময় লাগে আমরা যদি শুধু ফরজ আদাই করি। পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে থেকে আপনি কোন এক ওয়াক্ত পরিবারের সকলকে নিয়ে পড়তে পারবেন, সেটা নিজেরা মিলে বাছাই করে নিন।

৩। সেহরি অথবা ইফতারি একসাথে বসে খানঃ

একবার কিছু সাহাবীরা মিলে রসূল (সাঃ) এর কাছে বলেছিলেন যে, "আমরা খাবার খাই কিন্তু তৃপ্ত হতে পারি না।" রসূল (সাঃ) বললেন, "হতে পারে তোমরা একসাথে বসে খাও না"। সাহাবীরা বললেনঃ জ্বী। রসূল (সাঃ) বললেন, "একসাথে বসে খাও এবং খাবারের সময় আল্লাহর নাম নিয়ে খাও। তাহলে সেটা তোমাদের জন্য রহমত হয়ে যাবে" (আবু দাউদ)।

একসাথে বসে খাওয়া শুধু খাবারটিকে ঘিরে কোন ব্যাপার নয় বরং খাবার খাওয়ার থেকেও বেশি কিছু এই হাদীসটা সেটাই পরিষ্কার করে তুলে ধরলো। এটা হচ্ছে আমাদের তৃপ্তির বিষয়, মানুষিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটানো এবং বন্ধুত্বের বিষয়, এটা শুধুমাত্র খাবার দিয়ে আমাদের পেট ভরার বিষয় নয়। আর এই তৃপ্তি সহকারে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার প্রথম এবং প্রধান জায়গা কোথায় হতে পারে পরিবারের বাইরে?

৪। দশ মিনিটের হাতের কাজঃ

হাতের তৈরী কিছু ছবি আঁকা বা কিছু শিল্প তৈরী করা হতে পারে খুবই মজাদার এবং রোগ নিরাময়কারী থেরাপির মতো। কিন্তু এটা করতে ঘন্টার পর ঘন্টা কোন কাঠামোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবেনা। গুগলে "fast and easy crafts" (ফাস্ট এন্ড ইজি ক্রাফট) সার্চ করলে খুব সহজেই এ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে এবং আপনি রমজানের শিক্ষার উপর বিভিন্ন ক্রাফট ও জন্য কার্ড বানিয়ে ফেলতে পারবেন। নিশ্চিত করতে হবে যে, ঘরের বড়রাও যেন বাচ্চাদের

কাজে অংশগ্রহণ করে। আরো নিশ্চিত করতে হবে যে, ক্র্যাফট বানাতে যা যা লাগবে সেগুলো যেন আগে থেকেই হাতের কাছে থাকে, তাহলে ক্র্যাফট ১০ মিনিটেই বানিয়ে ফেলা সহজ হবে।

৫। দৈনিক দোয়ার আসরঃ

সবাই মিলে একসাথে দোয়া করা যায় যদি সবাই একসাথে নামাজের পরে সময় দেয়, আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে দিনের এমন কোন সময়ে এই কাজটি করা যায় যখন সবাই এক সাথে এক জায়গায় মিলিত হয়, সেটা হতে পারে বাসায় কিংবা গাড়িতে। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করতে হবে, তারপর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর গুণগান করতে হবে, এরপর পর্যায়ক্রমে একে একে একে একটি দোয়া পড়বে। দোয়াগুলি হতে পারে পরিবারের সদস্যদের সুস্থাস্থের জন্য, কোন পোষা প্রাণির জন্য, অথবা ঈদ উপলক্ষে কোণ দোয়া। একটা সময় বেধে দিতে হবে প্রত্যেকের দোয়ার জন্য যেন সবাই দোয়া করবার সুযোগ পাই, দোয়াগুলো যেন ছোট হয় এবং যেন হয় অর্থবহ।

সূত্রঃ *"Reconnect with family this Ramadan- in 20 minutes or less"* - Samana Siddiqui

ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ

